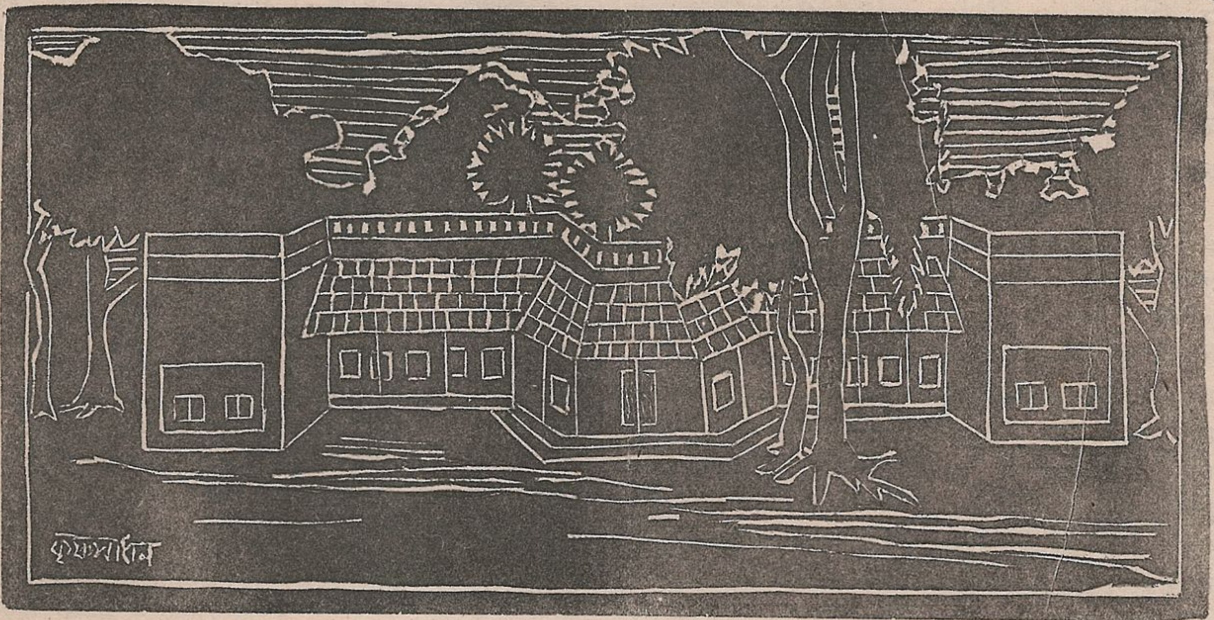
শ্রীশেখরদাকে –([illegible])
অনেক ভালোবাসা সহ -
– [illegible] –
৪ আগস্ট '৭৪
আশ্রম

পাঠভবনের চিঠি



সন্তোষালয়। লিনোকাট : শ্রীকৃষ্ণসাধন পাল, নবম শ্রেণী

সংবাদ-সংকলন জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৪

সম্পাদক মণ্ডলী— শ্রীসোহম্ চাকি, শ্রীমীনাক্ষি দেবী ও শ্রীসুজাতা মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনের একাশি বছর পূর্ণ হল— আজ বিরাশি বৎসরে পদার্পণ করলাম। এই সময় তোমরা আমাকে যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছ তা গ্রহণ ক'রে আমি সত্যই অভিভূত। আমিও আজ প্রার্থনা করি তোমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক।

আমার এই দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমার আঠারো বৎসর বয়স থেকে। বাষট্টি বৎসর বয়সে এখানকার কর্ম থেকে সরকারিভাবে বিদায় গ্রহণ করি, প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে। সুতরাং আজকালকার ছাত্রছাত্রীরা ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে জানে না—কারণ তারা অনেকে এই জগতেই নবাগত।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, ১৯১০ সাল থেকে আশ্রমের কর্মীরূপে। ১৯১০ সালে ১১ই শ্রাবণ আমার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ আমাকে তাঁর রচনায় একটু স্থান দিয়ে গেলেন 'পূর্ণ' নামে মন্দির-ভাষণে। আমার পড়াবার হাতে খড়ি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছেই। তিনি আমার পাশে বসে ক্লাস নিতেন—আমি তাঁর সেই শিক্ষাপদ্ধতি অনুধাবন করতাম। কিভাবে তিনি ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন তা লক্ষ্য করেছি—দেখেছি সকলের প্রতি কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত তাঁর। এসব এখন স্বপ্নের মতই মনে হয়।

দেখেছি নাট্যঘরে রবীন্দ্রনাথ আসতেন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে। কতকগুলি জিনিস রুমাল ঢাকা দিয়ে রাখতেন, তারপর মুহূর্তের জন্য রুমাল তুলে আবার ঢেকে ওই জিনিসগুলির নাম ছাত্রদের লিখতে বলতেন। শুধু কি এই? দূরত্ব নির্ণয় করা, কোনো জিনিস হাতে নিয়ে তার ওজন নির্ধারণ করা, এমন কত খেলাই না খেলতেন।

ছেলেদের সাহিত্যসভাতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শিশুদের সেই আবোলতাবোল লেখা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তারপর সমালোচনা করে তাদের নানা-ভাবে উৎসাহ দিতেন। 'বিনোদন-পর্ব' সেযুগের ছাত্রদের কাছে ছিল পরম চিত্তাকর্ষক। সন্ধের সময় আমাকেও গল্প বলে শোনাতে হ'ত। মনে আছে—আমি ছেলেদের কাছে নেপোলিয়নের জীবনী বলেছি, 'আইভ্যান হো'র কাহিনী বলেছি, হল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাস— এমন কি 'লে মিজেরাব্‌ল্'-এর গল্পও দিনের পর দিন ছেলেদের শুনিয়েছি।

তখন তো আর শিশুভবন পাঠভবন শিক্ষাভবনের মতো কোনো নির্দিষ্ট 'ভবন' ছিল না—একমাত্র ছিল বিদ্যালয়টি এবং এই বিদ্যালয়ের প্রতিই ছিল সকলের ঐকান্তিক মনোযোগ। এখন যেখানে 'নূতন বাড়ি', সেখানেই শিশুবিভাগটি ছিল। অন্যসবগুলি পরবর্তীকালে নির্মিত। ছেলেরা বাস করত 'হল ঘরে'— এখন যেটি প্রাক্‌কুটির নামে পরিচিত। 'নাট্যঘরে'ও ছেলেরা ছিল— কখনো কখনো বিছানাপত্র সরিয়ে এই ঘরে নাট্যানুষ্ঠানও হত। 'নাট্যঘর' এখন নিশ্চিহ্ন। লাইব্রেরির তিনখানা ঘরের উপর বিরাট যে খড়ের

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৮১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ২৭ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে পাঠভবন কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা-সভায় পঠিত।

ঘর ছিল, সেখানেও বহু বৎসর ছেলেদের সঙ্গে কাটিয়েছি। সে-যুগে এখানে কী দারিদ্র্যের মধ্যেই যে দিন গেছে, তা আজকাল কাউকে বলে বিশ্বাস করানো কঠিন। কিন্তু তা নিয়ে কখনো বিক্ষোভ বা অশান্তি হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না।

আজ একটা কথা তোমাদের কাছে বলছি— জীবনে যা কিছু পেয়েছি তা শান্তিনিকেতন থেকেই। আমার বিদ্যালয় শিক্ষালয় দেবালয় ছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারেই আমার বহু বৎসর কেটেছে। তোমরা নতুন যুগের নাগরিক— নতুন যুগের আশ্রমে এসেছ তোমরা। আশা করি তোমরা এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস জানবে তোমাদের শিক্ষক মহাশয়দের কাছ থেকে এবং গুরুদেবের আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। জেনো—ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ হয় না— জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে গেলে এই ফাঁকির আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে। আমি আবার তোমাদের সার্বিক শুভকামনা করে আমার কথা শেষ করছি।

•

সাহিত্যসভা

শিশু বিভাগ : ১

এ বছরের শিশুবিভাগীয় প্রথম সাহিত্য-সভাটি পুরোনো ঘন্টাতলায় ১৯শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। সম্পাদিকা প্রতিবেদন পাঠ করেন। সভায় রচনা পাঠ করেন শ্রীবল্লরী বাগচী, সিদ্ধার্থ রায়, পৃথা কর, সোহিনী আচার্য, কল্পলতা ত্রিপাঠী, সংগীতা মিশ্র, মধুমিতা ত্রিপাঠী, অলকানন্দা নাথ, রত্না সরকার ও মৌসুমী রায়চৌধুরী। স্বরচিত গল্প পাঠ করেন সুচিরা সরকার। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নন্দিতা সেনগুপ্ত এবং চন্দনা হোড়। কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিমন্যু বসু ও সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়। নাচ ও গানে অংশ গ্রহণ করেন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। সাধারণের বক্তব্যে জনৈক প্রাক্তন ছাত্র সভাটির প্রশংসা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে সভার প্রশংসা করেন ও রামায়ণ-মহাভারতের বিষয়ে প্রশ্ন উত্তরের একটি সভা করতে প্রস্তাব করেন। আশ্রম-সঙ্গীত হয়ে সভাটি শেষ হয়।

শ্রীশ্রাবণী চন্দ্র
পঞ্চম শ্রেণী

২

শিশু বিভাগের দ্বিতীয় সাহিত্য-সভা ১৯শে মার্চ সন্তোষালয়ের সামনে শ্রদ্ধেয় শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পঠিত কবিতা ও রচনাগুলি সবাইকে আনন্দদান করে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীসঙ্গীতা মিশ্রের সেতার-বাদন এই সভার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সভাপতি তাঁর ভাষণে সভার প্রশংসা করেন।

মহুয়া চট্টোপাধ্যায়
পঞ্চম শ্রেণী

মধ্য বিভাগ : ১

২৬শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সান্ধ্য-উপাসনার পর, সিংহসদনের সামনে শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবছরের প্রথম মধ্যবিভাগীয় সাহিত্য-সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা 'ফাগুনের শুরু হতেই' গানটি গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন। এই সভাতে রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ করেন নিম্নলিখিত ছাত্রছাত্রীরা :—শ্রীশিলানী মৈত্র, নৃপেন্দ্র সিং মদন, নীলাঞ্জনা সেন, নীনা ঘোষ, মিত্রা দাস, মৌসুমী শেঠ, অতনু শাশমল, পার্থ রায়চৌধুরী, তুষারকান্তি মাল, সারণী ঠাকুর ও মালশ্রী নন্দী। ইংরাজী গান করেন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। একটি ইংরাজী রচনা পাঠ করেন শ্রীনন্দিতা মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীশর্মিষ্ঠা সেন। 'বসন্ত তার গান লিখে যায়' গানটি করেন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। সবশেষে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' গান ও তার সঙ্গে নাচ করেন। সাধারণের বক্তব্যে কয়েকজন বক্তা সভাটির প্রশংসা করেন। সভাপতি সভাটির প্রশংসা করে কয়েকটি চমৎকার গল্প শুনিয়ে সভা শেষ করেন।

অভীক ঘোষ
সপ্তম শ্রেণী

আদ্য বিভাগ : ১

গত ৫ই মার্চ এইবছরের আদ্যবিভাগের প্রথম সাহিত্য সভাটি মাধবী বিতানের কাছে নতুন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার আরম্ভে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা 'কাহার গলায় পরাবি' গানটি করেন। তারপর সম্পাদিকা শ্রীরাধারাণী ঘোষ প্রতিবেদন পাঠ করেন। এই সভায় মোট পাঁচটি গান ও আবৃত্তির সঙ্গে একটি নাচ পরিবেশিত হয়। নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅরুণাভ সান্যাল সেতার বাজিয়ে শোনান। এই সভার মোট আঠারোটি গল্প ও রচনা পাঠ করা হয়েছে। একটি ইংরেজি ও একটি সংস্কৃত রচনাও পাঠ করা হয়েছিল। সাধারণের বক্তব্যে শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার প্রশংসা করেন। পলাশ ফুল ও শালের মঞ্জরী দিয়ে স্থানটি সাজানো হয়েছিল। তিনি রচনা পাঠ ও গানগুলির সঙ্গে সভা সাজানোর রুচিবোধের প্রশংসা করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বাইশ বছরের মধ্যে এই সাহিত্য সভার ঐতিহ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। আশ্রম-সঙ্গীত হয়ে এই সভা শেষ হয়।

শ্রীমীনাক্ষী দেবী
একাদশ শ্রেণী

উৎসব-অনুষ্ঠান

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে সকাল বেলা গৌর-প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করা হয়। গৌর প্রাঙ্গনের মাঝখানটিতে সুন্দর আলপনা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। পতাকা উত্তোলনের সময় অনেকগুলি দেশাত্মবোধক গান হয়। শেষ হয় জাতীয়-সংগীত গেয়ে। অনুষ্ঠানের শেষে আমাদের সমর-শিক্ষার্থী ছাত্র-দলের কুচকাওয়াজ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিকেল বেলা পতাকা অবনমন করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় গৌর প্রাঙ্গণে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল এবং দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সবার উপভোগ্য হয়েছিল। এই ভাবে আমরা এই ঐতিহাসিক দিনটি উদ্‌যাপন করি।

চন্দন সেনগুপ্ত
সপ্তম শ্রেণী

বসন্ত পঞ্চমী

আটাশে জানুয়ারি স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বসন্ত-পঞ্চমী উদ্‌যাপন করা হয়। সুনির্বাচিত গান, নাচ ও আবৃত্তি এবং তাদের যথাযথ পরিবেশনা সভাটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছিল। পাঠভবনের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রাক্তনদেরও অনেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানটি হয়েছিল পাঠভবনের ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের সুনির্বাচিত গান ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বসন্তের আবাহন ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

মধুমিতা দত্ত
একাদশ শ্রেণী

দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ স্মরণ-সভা

দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের জন্মদিন উপলক্ষে গত ১২ই ফেব্রুয়ারি সিংহসদনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভাটির আয়োজন করেছিল পাঠভবন। সভাপতি পদে বরণ করা হয় শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহাকে। 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ'— এই গান গেয়ে সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে অ্যাণ্ড্রুজের সম্বন্ধে সভাপতি একটি চমৎকার আলোচনা করেন। তারপর পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা অ্যাণ্ড্রুজ সম্বন্ধীয় নির্বাচিত কয়েকটি রচনা ও কবিতা পাঠ করেন। অ্যাণ্ড্রুজের একটি ইংরেজী কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা অনুবাদও পাঠ করা হয়। সভাটি সমাপ্ত হয় একটি গান দিয়ে— 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন।'

অনুত্তমা দত্ত মজুমদার
নবম শ্রেণী

ভ্রমণ

বার্ষিক শিক্ষামূলক ভ্রমণ

বার্ষিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য আদ্য-বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বাস যোগে ২৯শে ডিসেম্বর রামপুরহাটের নিকটবর্তী শ্যামপাহাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে।

শ্যামপাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ একটি নির্জন স্থান। ওখানে একটি বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা হয়। চারিদিকে ছোট বড় অনেক পাহাড় এই স্থানটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। ২রা জানুয়ারি এখান থেকে ম্যাসাঞ্জোর যাওয়া হয়। ওখানে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন আবার শান্তিনিকেতনে ফেরা হয়।

শিশু এবং মধ্যবিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইলামবাজার, বক্রেশ্বর, জয়দেব আর ম্যাসাঞ্জোর। মধ্য-



দিনান্তিকা / লিনোকাট : শ্রীসুভাষ পাত্র, নবম শ্রেণী

বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের শ্যাম-পাহাড়িতেও একদিন নিয়ে যাওয়া হয়।

ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় এ বছর কাছাকাছি স্থানগুলিতে বাসে করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বিকশিতা ঘোষ
একাদশ শ্রেণী

কালিম্পঙ্ ভ্রমণ

একাদশ শ্রেণীর জীববিদ্যা ও মানবিক শাখার কিছু ছাত্রছাত্রী শিক্ষামূলক ভ্রমণে ১৩ই ফেব্রুয়ারি কালিম্পঙে গিয়াছিলাম। এই ছোট শহরটি ৪০০০ ফুট উঁচুতে। গভীর রাত্রে গন্তব্য স্থলে পৌঁচেছিলাম বলে পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য দেখতে পাইনি। পরদিন সকালে কিছুদূরে একটি বৌদ্ধ গুম্ফা দেখতে গেলাম। মঠকে এরা গুম্ফা বলে। তিনতলা এই মঠটির প্রতি তলায় একটি করে মূর্তি আছে। আর একদিন গেলাম নার্সারি দেখতে। সেখানে বিভিন্ন রকমের দুর্মূল্য গাছের সংগ্রহ দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। একদিন বিকেলে গেলাম কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের বাসগৃহ 'চিত্রভানু'তে। সেখানে এখন নিকটবর্তী গ্রামের মেয়েদের হস্তশিল্প ও কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। এদের হাতের কাজ খুবই উচ্চ মানের। কালিম্পঙে দ্রষ্টব্য স্থান খুবই কম। কিন্তু সেখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের এই অভাব পুরণ করে দিয়েছিল। সেখানে কয়েকদিন আনন্দে কাটিয়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারি আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম।

মধুমিতা মুখোপাধ্যায়
একাদশ শ্রেণী

সুপুর, রায়পুর ও ইলামবাজার ভ্রমণ

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারি, সমাজবিদ্যা ও ঐচ্ছিক ইতিহাসের বার্ষিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সহ বীরভূমের সুপুর, রায়পুর ও ইলামবাজারে গিয়েছিলাম। সুপুরে দ্রষ্টব্য বিষয় কয়েকটি টেরা-কোটার মন্দির ও কিছু অর্ধভগ্ন সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আছে এই সুপুর ছিল পুরাকালে কলিঙ্গাধিপতি সুরথেশ্বরের রাজধানী—সুপুর নগরী। কালক্রমে সুপুর তার গৌরব হারাতে থাকে ও বর্তমানে তার পরিচয় শুধুমাত্র বীরভূমের একটি নগণ্য গ্রাম হিসেবে। এই কলিঙ্গাধিপতি সুরথেশ্বরই আমাদের পরিচিত বাসন্তী পূজার প্রবর্তক সুরথ রাজা। সুরথ রাজার মন্দিরে বলিদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত মানুষদের একটি বিশেষ স্থানে রাখা হ'ত। সেইজন্য এই জায়গায় নাম হয় 'বলিপুর'। ক্রমে বলিপুর থেকেই বোলপুর নামের উদ্ভব হয় এইরকম একটি জনশ্রুতি আছে।

সুপুর ভ্রমণ শেষ করে আমরা যাই রায়পুরে। রায়পুরের বিখ্যাত সিংহ পরিবারের বর্তমান বংশধর আমাদের স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেন ও সিংহ পরিবারের প্রাচীন, ভগ্নপ্রায় সুবৃহৎ অট্টালিকাটি দেখান। আমাদের সর্বশেষ গন্তব্যস্থান ছিল ইলামবাজার (মুসলমান আমলের ইসলামবাজার)। এখানকার অপূর্ব সুন্দর বিভিন্ন কারুকার্যমণ্ডিত টেরা-কোটার মন্দিরগুলি আমাদের আকৃষ্ট করে। প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই এই মন্দিরগুলি থেকে কিছু কিছু মাটির ছাচ সংগ্রহ করে। বিকেল সাড়ে পাচটায় শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি।

নবম ও নবম শ্রেণীর
ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

খেলার মাঠ

এবছর ছাত্রীদের আন্তঃ শ্রেণী খো খো লীগ প্রতিয়োগিতায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী যোগদান করেন। এই প্রতিযোগিতায় অষ্টম শ্রেণী প্রথম ও সপ্তম শ্রেণা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতার শেষে খো খো বিজয়ী অষ্টম শ্রেণীর সঙ্গে অবশিষ্ট দলের যে প্রদর্শনী খেলা হয় তাতে অবশিষ্ট দল ৬-১০ পয়েণ্টে পরাজিত হন।

এবছর প্রথম ছাত্রদের আন্তঃ শ্রেণী ভলিবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। লীগ প্রথায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দশম শ্রেণী বিজয়ী হন। একাদশ শ্রেণী এই লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

এবারের শিশু কাপ হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ শ্রেণী প্রথম স্থান এবং সপ্তম শ্রেণী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ছাত্রদের আন্তঃ শ্রেণী বাস্কেটবল লীগ প্রতিযোগিতায় একাদশ শ্রেণী অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হন। দশম শ্রেণী এই লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ছাত্রীদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় একাদশ শ্রেণী সব কটি খেলায় বিজয়ী হয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং দশম শ্রেণী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

২২ ও ২৩ জানুয়ারি এবছরের বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। আনন্দ পাঠশালা পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীরা এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ দেন। ছাত্রছাত্রীদের 'মার্চ পাস্ট' দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে দুদিনের এই ক্রীড়ানুষ্ঠান সকলে খুব উপভোগ করেন। এবারের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল নিচে দেওয়া হল।

ছাত্রদের সিনিয়র ইণ্টারমিডিয়েট ও জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে—শ্রীভূপনারায়ণ সিংহ, শ্রীস্বপনকুমার সাহা (শিক্ষাসত্র) ও শ্রীদীপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র।

ছাত্রীদের সিনিয়র ইণ্টারমিডিয়েট ও জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে শ্রীজপমালা বসু, শ্রীতাপসী চক্রবর্তী ও শ্রীশ্যামলী মেটে।

এবছরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঠভবনের ছাত্রী শ্রীকরবী চট্টোপাধ্যায় ছাত্রীদের গ্রুপে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

২৬ জানুয়ারি আশ্রম মাঠে পাঠভবন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি প্রীতিপূর্ণ ক্রিকেট খেলা হয়।

পাঠভবন প্রথমে ব্যাটিং করেন। খেলার পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ২ ঘণ্টার ব্যাটিং-এ ৭ উইকেটে ২০২ রাণ করেন। বোলপুর বিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ে ২৯ রাণ করেন।

জপমালা বসু, প্রদীপ নায়ক,
ভোলানাথ ভাগবতী,
রথীন্দ্রনাথ সাহা,
সম্বিৎ সিংহ।

বিবিধ

জাতীয় সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন

১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে পাঠভবনে জাতীয় সামরিক শিক্ষা (N. C. C.) শুরু হয়েছে। পাঠভবনে নতুন প্রবর্তিত এই শিক্ষায় নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণীর ৫৭ জন উৎসাহী ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতি বুধবার সকালে এবং মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকা উত্তোলনের সময় এবং ৯ই মার্চ প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে পাঠভবনের এই শিক্ষার্থীরা সম্মানসূচক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছেন।

জয় সেনগুপ্ত
দশম শ্রেণী

তনয়েন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ পাঠভবনে বিগত যুগের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর পাঠভবন থেকে একটি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কারটি সপ্তম শ্রেণীতে ইংরেজী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে দেওয়া হয়।

এ বছর ২৯ মার্চ বকুলবীথিতে ২৭ জন ছাত্রছাত্রী এই নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়েছেন। প্রতিযোগিতার ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি।

রূপসা রায়
সপ্তম শ্রেণী

শোক সংবাদ

শ্রদ্ধেয়া উমা রায় বিগত ২৭শে মার্চ তাঁর শান্তিনিকেতন বাসভবনে লোকান্তরিত হয়েছেন। তিনি পাঠভবনের প্রাক্তন ছাত্রী ছিলেন।

মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কার্যে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সেই প্রচেষ্টা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ২৮শে মার্চ আনন্দপাঠশালার শিশুরা তাদের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে একটি অনাড়ম্বর স্মরণসভার আয়োজন করে।

বার্ষিক বনভোজন

৩ঠা ফেব্রুয়ারি কোপাই নদীর ধারে শেয়ালা গ্রামে পাঠভবনের বার্ষিক বনভোজন হয়। পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা সকালে খেলার মাঠে সমবেত হয়। তারপর দলবেঁধে সবাই যাত্রা করে শেয়ালার দিকে। বনভোজনের জন্য নির্দিষ্ট শেয়ালা গ্রামের আম-বাগানে পৌছেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কোপাই নদীর উদ্দেশে ছুটে যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা জলখাবারের আয়োজন করতে শুরু করেন। ৯টার সময় প্রত্যেককে জলখাবার পরিবেশন করা হয়। তারপর রান্নার আয়োজন চলতে থাকে। ছোটরা কোপাই নদীতে মাছ ধরতে শুরু করে। নদীতীরের বালিতে এবং নদীর জলে শুরু হয় নানারকম খেলা।

দুপুরে খাবার দেওয়া হয় ভাত, ডাল, তরকারি, ডিমের ডালনা, চাটনি এবং দই। নিরামিষ ভোজী ও বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। খাওয়ার পর নানারকম খেলা হয়। এই খেলায় ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সানন্দে যোগদান করেন।

বনভোজন শেষে ফিরে আসতে শীতের ছোট বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে।

সুজাতা মুখোপাধ্যায়
দশম শ্রেণী

বিদায় সভা

পাঠভবনের বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের, ছাত্রাবাসের সামনে ৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিদায় জানানো হয়। পাঠভবনের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা সভার উদবোধনী সংগীতটি করেন। বিশ্বভারতী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীজপমালা বসু ও শ্রীকরবী চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সভায় পাঠভবনের অধ্যক্ষ তাঁদের শিল্ড সমর্পণ করেন। এরপর আশ্রম সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীশুভাশিস দত্ত গুরুদেবের রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা একক সংগীত নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন। এরপর বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের চন্দন, বই ও অভিনন্দন-পত্র দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে শ্রীসন্দীপ সাহা 'রাজর্ষি'র একটি অংশক অবলম্বন করে রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। পূরবী চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত চক্রবর্তী একক সংগীত পরিবেশন করেন। গায়ত্রী রায় গুরুদেবের কবিতা আবৃত্তি করেন। মনোজ গুহ স্বরচিত গল্প ও সুগত হাজরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এরপর বিদায়ী ছাত্ররা স্বরচিত গান পরিবেশন করেন। বিদায়ী ছাত্রছাত্রী ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত সংগীত করেন, তারপর আশ্রম সঙ্গীত হয়ে এই সুপরিচালিত সভাটি শেষ হয়।

প্রদীপ নায়েক
দশম শ্রেণী

বর্তমান বৎসরের আশ্রম সম্মিলনীর কার্যনির্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে :

আশ্রম সম্মিলনীর ছাত্র-সঞ্চালক— শ্রীযুক্ত শংকরকুমার শৈল।
,, ,, সম্পাদিকা— শ্রীমধুমিতা মুখোপাধ্যায়
,, ,, সম্পাদক— শ্রীশুভাশিস দত্ত।
সাহিত্য বিভাগীয় যুগ্ম প্রতিনিধি— শ্রীসংযুক্তা সেনগুপ্ত
শ্রীকনাদ সান্যাল।
শিশু বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা—শ্রীযুক্তা বুলবুল রায়চৌধুরী।
,, ,, সাহিত্য সম্পাদক— শ্রীরত্নাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, ,, সম্পাদিকা— শ্রীশ্রাবনী চন্দ্র।
মধ্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক— শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ।
,, ,, সাহিত্য সম্পাদক— শ্রীসুমিত সেনগুপ্ত।
,, ,, ,, সম্পাদিকা— শ্রীশ্যামলী চক্রবর্তী।
আদ্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক— শ্রীযুক্ত প্রসেনজিৎ সিংহ।
,, ,, সাহিত্য সম্পাদক— শ্রীসূর্যশঙ্কর ঘোষ
,, ,, ,, সম্পাদিকা—শ্রীরাধারাণী ঘোষ।
শিশু বিভাগীয় পত্রিকা সম্পাদক— শ্রীশুভেন্দু দাস।
,, ,, ,, সম্পাদিক— শ্রীজল্পনা বসাক।
মধ্য বিভাগীয় পত্রিকা সম্পাদক— শ্রীসৌম্যকান্তি মণ্ডল।
,, ,, ,, সম্পাদিকা— শ্রীমধুমিতা ভট্টাচার্য
আদ্য ,, ,, সম্পাদক— শ্রীদেবাশিস চন্দ
,, ,, ,, সম্পাদিকা— শ্রীঅনুত্তমা দত্ত মজুমদার।
সেবা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক— শ্রীযুক্ত রামবহাল তেওয়ারি
,, ,, প্রতিনিধি— শ্রী লেখা ভাবলিয়া
,, ,, সহকারী— শ্রী জয় সেনগুপ্ত।
স্বাস্থ্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক— শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
,, ,, প্রতিনিধি— শ্রীআকাশ ঘোষ।
,, ,, সহকারী— শ্রীসুদর্শনা বসু।
ক্রীড়া বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক— শ্রীযুক্ত অনিমেষ খাঁ।
,, ,, প্রতিনিধি— শ্রীফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়।
,, ,, সহকারী— শ্রীশম্পা মণ্ডল।
আহার্য ,, ভারপ্রাপ্ত-অধ্যাপক— শ্রীযুক্ত আব্দুর রেজ্জাক।
,, ,, প্রতিনিধি— শ্রীসলিল খাঁড়া
,, ,, সহকারী— শ্রীমিতা অধিকারী
সখা সংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক— শ্রীযুক্ত সুব্রত চৌধুরী।
,, ,, প্রতিনিধি— শ্রীভোলানাথ ভাগবতী।
,, ,, সহকারী— শ্রীভারতী ভাবলিয়া
বিশেষ প্রতিনিধি— শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী, নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা অধিকারী, আত্রেয়ী চৌধুরী।
বিচার বিভাগ— শ্রীপ্রদোষ দেব, অনিরুদ্ধ রায়, শঙ্কর দত্ত, শুভাশিস মিত্র, মধুমিতা দত্ত, ভারতী দত্ত, নন্দিনী মৌলিক, শুভ্রা মণ্ডল।

সম্পাদকীয়

'পাঠভবনের চিঠি' বৎসরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা। অনিবার্য কারণে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল-জুন,—দ্বিতীয় সংকলনের পর আর কোন সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি,— যদিও নিয়মিত ভাবে এবং যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সংবাদ সংগ্রহ করেছেন এবং আমাদের দপ্তরে যথাসময়ে সেগুলি জমা হয়েছে। তাঁদের সেই লেখাগুলি আমরা ছাপতে পারলাম না বলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

এই সংখ্যা প্রকাশের কাজে অনেকে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পাঠভবনের চিঠি শিরোনামের লিনো ব্লকটি তৈরী করেছেন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসুমন্ত্র সেনগুপ্ত।



শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত— ৭৫০